সমকাল

তারিখ 23 JAN 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ঢাবি উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

২০ দলীয় জোটের ঢাকা ৭২ ঘণ্টা হরতাল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে সহাবস্থান ও উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে ছাত্রদলের অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল করা হয়েছে। গতকাল রোববার ক্যাম্পাসের পাঁচটি স্থানে পৃথকভাবে মিছিল করেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। তবে পুলিশি বাধায় মিছিল পণ্ড হয়ে যায়। এদিকে মিরপুর-১০ এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবাহী বাস 'বৈশাখী'তে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ। এ ছাড়া কার্জন হলে দুটি এবং উপাচার্য কার্যালয়ের সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে এক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।

ছাত্রদল সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, অবরোধের সমর্থনে সকাল ৮টার দিকে ছাত্রদল নেতা আমির আমজাদ মুন্নার নেতৃত্বে শাহবাগে মিছিল বের করে ছাত্রদল। সকাল ৯টার দিকে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি মনিরুজ্জামান রেজিন ও যুগ্ম সম্পাদক বায়েজিদ আরেফিনের নেতৃত্বে ছাত্রদলকর্মীরা জগন্নাথ হলের সামনে থেকে একটি মিছিল বের করে। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল নেতা আবুল বাশার সিদ্দিকী ও কাজী রওনাকুল ইসলাম শ্রাবণের নেতৃত্বে একটি মিছিল অমর একুশে হলের কাছ থেকে শুরু হয়। সাড়ে ১২টার দিকে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভাপতি আলমগীর হাসান সোহানের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়।

বাংলা একাডেমির প্রকাশনা

বাঙালির ভাষা সংগ্রামের ফসল হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে বাংলা একাডেমি। বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতির চর্চা ও গবেষণার মধ্যদিয়া জাতিসত্তার বিকাশে প্রতিষ্ঠানটি পালন করিয়া যাইতেছে অনন্য ভূমিকা। জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই একাডেমি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে কেবল ঐতিহাসিক কারণেই নহে, প্রতিষ্ঠালগ্ন হইতে বাংলা একাডেমি জ্ঞানভিত্তিক সমাজবিকাশে ভূমিকা রাখিয়া যাইতেছে। এই ভূখণ্ডের মেধাবী কবি, সাহিত্যিক, গবেষক এবং ইতিহাসবিদগণের বহু গুরুত্বপূর্ণ কর্মের বৃহৎ এক ভাণ্ডার বাংলা একাডেমি। লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে শুরু করিয়া তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থের প্রকাশনা এবং বিপণন-সকল দায়িত্বই পালন করে এই প্রতিষ্ঠানটি। প্রকাশনা জগতে দেশের অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বাংলা একাডেমির কর্মের ক্ষেত্র অধিক প্রসারিত। দেশের সংস্কৃতি এবং ইতিহাস সংশ্লিষ্ট নানান বিষয়ের মৌলিক গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বিকল্প নাই বলিলেই চলে। ইহাছাড়া, বইয়ের মূল্য যথাসম্ভব ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখিবার ফলে পাঠক ও গবেষকগণ ভিড় জমাইয়া থাকে একাডেমির বিপণন কেন্দ্রগুলিতে। বাঙালির এই প্রাণের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গড়িয়া তোলা বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারের সংরক্ষণ এবং তাহা নূতন প্রজন্মের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনোরূপ উদাসীনতা কাম্য হইতে পারে না। যদি তেমনটি ঘটে, তবে তাহা এদেশের সাহিত্য চর্চা ও গবেষণা ক্ষেত্রকে যে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি, সহযোগী একটি দৈনিকের খবরে প্রকাশ, বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ৭০ শতাংশ বই আউট অব প্রিন্ট হইয়া গিয়াছে। ফলে, প্রয়োজন হইলেও এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত অনেক বই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছে এমন গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের জন্য সরকারি মঞ্জুরি না থাকায় এমনটি হইয়াছে। তথ্যাভিজ্ঞমহল সূত্রে জানা যায়, সরকারি বরাদ্দ রহিয়াছে কেবল নূতন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে অনুদান না দেওয়ার কারণ হিসাবে বলা হইয়া থাকে যে, পূর্বে মুদ্রিত বইসমূহের কোনো কোনোটির যথেষ্ট চাহিদা নাই। আপাত: বিবেচনায় বক্তব্যটি গ্রহণযোগ্য মনে হইলেও বিশ্বসাহিত্য, ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রচিন্তা, অর্থনীতি—এইরূপ নানান বিষয়ে একাডেমি যেইসব মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিল সেইগুলির চাহিদা এখনো ফুরায় নাই। অন্যদিকে, এই দেশের বেশিরভাগ গুণী লেখক ও গবেষকগণের কাজ এবং উহা প্রকাশনার নির্ভরযোগ্য জায়গা স্বায়ত্তশাসিত এই প্রতিষ্ঠানটি। বাজারে তথ্য ও গবেষণামূলক কোনো বইয়ের চাহিদা না থাকিলেও, আকরগ্রন্থ হিসাবে সেগুলি অমূল্য সম্পদ।

বাংলা একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক বিষয়ে দেখভাল করিবার দায়িত্ব সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের। গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রকাশন, প্রয়োজনীয়তা ও সাহিত্যমূল্য অনুধাবন করিয়া সেইসব গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের বিষয়ে নূতন করিয়া উদ্যোগ নেওয়া দরকার। প্রয়োজনে একাডেমির প্রকাশনা ও মুদ্রণ বিষয়ক যে নীতিমালা রহিয়াছে তাহাতে কিছুটা সংশোধন আনিয়া হইলেও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ নিশ্চিত করিতে হইবে।